কালের কণ্ঠ

তারিখ 26 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

৩৯ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধোঁকাবাজি

শরীফুল আলম সুমন ▷

- চার দফা সময় নিয়েও যায়নি স্থায়ী ক্যাম্পাসে
- সংযুক্তের নামে চলছে আউটার ক্যাম্পাস
- দীর্ঘদিনেও দ্বন্দ্ব মিটছে না ট্রাস্টি বোর্ডের
- আপসের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির ছাড়

কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস আশুলিয়ায়। কোনোটির সাভার বা গাজীপুরে। কিন্তু ওই সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে ধানমণ্ডি, কারওয়ান বাজার বা বনানী এলাকার ভাড়া বাড়িতে। বছরের পর বছর ধরে চলছে এমন কার্যক্রম। অন্যত্র স্থায়ী ক্যাম্পাস দেখিয়ে ঢাকায় আউটার ক্যাম্পাসের নামে ৩৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই চালাচ্ছে এমন ধোঁকাবাজি।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বলা আছে, যাত্রা শুরুর সাত বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসেই শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হবে। সেই শর্ত পূরণ করতে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামের ভেতরে জায়গা কিনে একটি ভবন করে রেখেছে। আবার কেউ কেউ বলছে, 'জায়গা কিনেছি, নির্মাণকাজ চলছে।' তবে ওই সব জায়গায় যাওয়ার তেমন রাস্তা নেই, থাকার জন্য নেই হোস্টেল বা ডরমিটরি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও জানে, ওখানে ক্যাম্পাস গেলে তারা শিক্ষার্থী পাবে না। তার পরও এমন জায়গায়ই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের স্থায়ী ক্যাম্পাস করছে। শুধু নিয়ম রক্ষার্থেই এই ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই আবার রাজধানীতে অ্যানেক্স বা সংযুক্তের নামে চালাচ্ছে একাধিক আউটার ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও বারবারই সময় বাড়িয়ে চলেছে। অভিযোগ রয়েছে, আপসরফার মাধ্যমেই তাদের ছাড় দিচ্ছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কিছু কর্মকর্তা।

ইউজিসি সূত্র জানায়, ২০০৯ সালের মধ্যে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেয়েছে তাদের ইতিমধ্যেই স্থায়ী ক্যাম্পাসে চলে যাওয়ার কথা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওই সময়ের মধ্যে অনুমোদন পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১টি। এদের মধ্যে ১২টি পুরোপুরিভাবে স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম চালাচ্ছে। ২০০৯ সালের পর অনুমোদন পেয়ে আরো তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে চলে গেছে। আর নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পরও ৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। তারা দূরদূরান্তে কোথাও জায়গা কিনে তা দেখিয়েই দিব্যি পার পেয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ পাস হওয়ার পর সর্বপ্রথম ২০১২ সাল পর্যন্ত

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক.

৩৯ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধোঁকাবাজি

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দফায় ২০১৩ সালে, তৃতীয় দফায় ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত এবং চতুর্থ দফায় ২০১৭ সালের ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়। আইন অনুযায়ী ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য কমপক্ষে এক একর, অন্যান্য স্থানের জন্য দুই একর অখণ্ড জমি থাকার বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হেলাল উদ্দিন (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী জানুয়ারির মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা রয়েছে তাদের অন্তর্বর্তীকালীন স্ট্যাটাস আমরা ইউজিসির কাছে চেয়েছি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় তো আর দোকান নয় যে শাটডাউন করে দিব। তবে এবার আমরা ভর্তি টোটালি বন্ধ করে দিব। আর যেসব বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্তের নামে একাধিক ক্যাম্পাস চালাচ্ছে সেগুলোও আউটার ক্যাম্পাস। একাধিক আউটার ক্যাম্পাস থাকলে সবই অবৈধ। এগুলোর তালিকা তৈরির কাজও আমরা করছি। এরপর
ই তালিকা পুলিশের কাছে
ন্ডওভার করা হবে, যাতে তারা
ুলো বন্ধ করে দেয়।'

া যায়, বর্তমানে বেসরকারি
বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৫টি। এর
৩৯টির স্থায়ী ক্যাম্পাসে
র বাধ্যবাধকতার সময়
জানুয়ারি। ফলে তাদের
র পাঁচ মাস সময় রয়েছে।
ত বছরের জুনে স্থায়ী
সে যাওয়ার সময় বৃদ্ধির পর
জিসিকে আর কোনো তথ্য
এমনকি অনেক
য়ই আছে যাদের প্রতিষ্ঠার

পর ২০ বছর পার হয়ে গেলেও তারা এখনো স্থায়ী ক্যাম্পাসে যায়নি। সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেও নির্ধারিত সময়ে ৩৯টির মধ্যে পাঁচটির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়া সম্ভব নয় বলে জানা গেছে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আইন অনুযায়ী কেউ আউটার ক্যাম্পাস চালাতে পারবে না। ইতিমধ্যে আমরা এ বিষয়ে পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছি। এ ছাড়া যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী জানুয়ারির মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা তাদের অন্তর্বর্তীকালীন স্ট্যাটাসও আমরা সংগ্রহ শুরু করেছি। শিগগিরই তা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হবে।'

রাজধানী ঘুরে দেখা যায়, স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়া এসব প্রতিষ্ঠান অ্যানেক্স ও সংযুক্ত ক্যাম্পাসের নামে তাদের ক্যাম্পাসের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। যেহেতু আউটার ক্যাম্পাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাই বিকল্প পন্থায় এসব বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বাড়াচ্ছে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি ফ্যাকাল্টি থাকলে দুই এলাকায় আলাদা বাড়িভাড়া করে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। সব ক্যাম্পাসেই শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হচ্ছে। এমনকি চাহিদাসম্পন্ন বিষয়গুলোও সব ক্যাম্পাসে পড়ানো হচ্ছে। অথচ ইউজিসিকে বলা হচ্ছে, তাদের আউটার ক্যাম্পাস নেই। তাদের দাবি, একটি বিল্ডিংয়ে জায়গা না হওয়ায় আলাদা বিল্ডিংয়ে অন্য ফ্যাকাল্টির কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এটা সংযুক্ত ক্যাম্পাস।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ কবির হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পাঁচ-সাত বছরে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়াটা মুশকিল। আর আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গাও মর্টগেজ রাখার সুযোগ নেই। তবে সরকার যদি তাদের নির্ধারিত রেটে আমাদের জন্য জায়গা দিত তাহলে দ্রুতই স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়া সহজ হতো। এ ছাড়া সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই আইন মেনে চলতে হবে, যা আমরা সব সময়ই বলে আসছি।'

আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের মতো মানারত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিও চালাচ্ছে সংযুক্ত ক্যাম্পাস। তাদের গুলশানে মূল ক্যাম্পাস। এখানে ইংরেজি ও ব্যবসায় শিক্ষা পড়ানো হয়। অথচ মিরপুরে তাদের সায়েন্স ফ্যাকাল্টি। এই দুই ক্যাম্পাসকেই তারা সংযুক্ত হিসেবে দেখাচ্ছে। অথচ দুই জায়গায়ই ভর্তি কার্যক্রম চলে। উপাচার্যসহ অন্যরা বসেন গুলশান ক্যাম্পাসে। সম্প্রতি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে আটক তিন নারী জঙ্গি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ফার্মেসি বিভাগের। তাঁরা মিরপুর ক্যাম্পাসে পড়ালেখা করতেন।

অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের ঠিকানা উত্তরায় হলেও এটা মূলত আশুলিয়ার কাছাকাছি। সেখানে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই তারা বনানীসহ আরো কয়েকটি স্থানে ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। শান্ত মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির রয়েছে একাধিক সংযুক্ত ক্যাম্পাস। ভাড়াবাড়িতে তারা সংযুক্তের নামে একাধিক ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। সিটি বিশ্ববিদ্যালয় সাভারের বিরুলিয়ার খাগানে নিজস্ব ক্যাম্পাস করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করলেও এখনো তারা রাজধানীর পান্থপথে ভাড়া করা বাড়িতে 'সিটি ক্যাম্পাস' চালাচ্ছে। নর্দান ইউনিভার্সিটির মূল ক্যাম্পাস

বনানীতে হ
ক্যাম্পাস চল
কাছে কার্ড
এভিনিউতে।
ক্যাম্পাসের
কাশিমপুরে।
এশিয়ান
বাংলাদেশের
তারা আগে
পরিচালনা ব
পাশাপাশি ত
পরিচালনা
বিশ্ববিদ্যালয়
বিজ্ঞান ও
বিরুদ্ধেও র
পরিচালনার
সর্বশেষ ত
আউটার ক্য
বিশ্ববিদ্যালয়
ট্রাস্ট ইউনি
আন্তর্জাতিক
চট্টগ্রামে
ইউনিভার্সিটি
চট্টগ্রামে সা
সায়েন্স অ্যা
ঢাকায় এক
ইউনিভার্সি
নর্দান ই
রাজশাহী
ইউনিভার্সি
ইউনিভার্সি
টেকনোল
একটি আ
করছে।
একাধিক
ইউজিসির
আরো
আউটার ব
ইউজিসির
বিশ্ববিদ্যাল
দ্বন্দ্ব রয়ে
ইউনিভার্সি
ইউনিভা
অব

নাই। বর্তমানে ৩১/০৭/২০১৬ইং তারিখ পর্যন্ত হিসাব মতে তাহার
ব্যাংকের (সুদসহ) = **২,১৫,১৩৪.৭১ (দুই লক্ষ পনের হাজার একশত চৌ
টাকা একাত্তর পয়সা)** পাওনা হইয়াছে। ঋণ নেয়ার সময়
গ্রহীতা/বন্ধকদাতারা বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রি করার ক্ষমতা ব্যাংককে প্র
করিয়াছিল। তাহার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং উল্লেখিত আইনের বিধান মতে
তফসিল বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ
করা যাইতেছে। আগ্রহী ক্রেতাগণ কর্তৃক আগামী ২৬/১০/২০১৬ইং বেল
(এক) ঘটিকার মধ্যে ব্যাংকের **ভোলা শাখায়** রক্ষিত বাক্সে দরপত্র জমা করি
অথবা খামের উপর "সম্পত্তি ক্রয় দরপত্র" লিখিয়া রেজিষ্টার ডাকযোগে
ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং ঐ দিন বেলা ৩ (তিন) ঘটিকার স
দরপত্র দাতা কিংবা তাহাদের প্রতিনিধিদের সম্মুখে (যদি কেহ উপ
থাকেন) দরপত্র সমূহ খোলা হইবে। দরপত্র অবশ্যই শর্তমুক্ত হইতে হই
বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য উত্তরা ব্যাংকের অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রা
অথবা পে-অর্ডার আকারে নিম্নরূপ জামানত দরপত্রের সহিত দাখিল এ
বর্ণিত পরিশোধ সূচি অনুযায়ী বাকী টাকা পরিশোধ করিতে হইবে ঃ-

দরপত্রের উদ্ধৃত মূল্য	জামানত	বাকী টাকা পরিশোধের সময়
অনূর্ধ টাকা ১০,০০,০০০/-	২০%	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দি
টাকা ১০,০০,০০১/- হইতে অনূর্ধ টাকা ৫০,০০,০০০/-	১৫%	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দি
টাকা ৫০,০০,০০০/- এর অধিক	১০%	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই)

দরপত্র গৃহীত হইবার পর উপরোল্লিখিত সময়ের মধ্যে বাকী টা
পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে জামানতের টাকা ব্যাংকের অনুকূ
বাজেয়াপ্ত করা হইবে। প্রকাশ থাকে যে, দরপত্রে উল্লেখিত মূল্য অপর্য
বা কম প্রতীয়মান হইলে অথবা কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই ব্যাং
কর্তৃপক্ষ যে কোন/সকল দরপত্র বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন
তফসিল ভূক্ত সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসি
প্রতিষ্ঠান যথা সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, গ্যাস সরবরাহকা
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির যে কোন পাওনা বা দাবী থাকিলে তাহা পরিশোধে
কোন দায়-দায়িত্ব অত্র ব্যাংকের উপর বর্তাবেনা। ইহা ছাড়া দরপ
দাতাকে রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত খরচ, স্ট্যাম্প ডিউটি ও অন্যান্য শুল্ক য
থাকে এবং দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে হইবে।

বন্ধকী সম্পত্তির তফসিল পরিচিতিঃ

জেলা- ভোলা, থানা- ভোলা সদর, মৌজা- পূর্ব চরকালী এর অর্ন্তভূ
জে. এল. নং-৬১, খতিয়ান নং-আরএস-১৬৫, ২৪, ৮৪, ১৫৫ এস.
৪৮, ৪৮/১, ৪৮/২, ১১৪, ১৬১, ১৬৪, ১৮০, নামজারী জমাখারি
খতিয়ান নতুন-২৮৯, দাগ নং- ৭৮, ৮০, ৭৭, ১৩৮, ১৫৬, ১৯
২২১, ১৩৭, ১৫২, ১৮৯, ২২০, ১৪০, ১৪১, ১৫৫, ১৫৬, ৩৬৪ জমি
পরিমাণ ১৪০.৭৪ শতাংশ জমি ও তদস্থিত অবকাঠামো।
চৌহদ্দিঃ উত্তরে- জনাব বাশার মাস্টার, দক্ষিনে- খেয়াঘাট সড়ক, পূবে
জনাব ফজলু মিয়া, পশ্চিমে-খেয়াঘাট সড়ক

উপ-মহাব্যবস্থাপক
ও
চেয়ারম্যান, টেন্ডার কমিটি।